ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৬৯(আগরতলা, ০৮।০৯)
ধর্মনগর,পানিসাগর, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০

কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের সংখ্যা বাড়ানো হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় উত্তর ত্রিপুরা জেলায় চিকিৎসা পরিষেবা আরও বাড়ানো হচ্ছে। এজন্য জেলায় নতুন কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টার চালু করা সহ কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের শয্যা সংখ্যাও বাড়ানো হবে। ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ১৬ শয্যার, জেলার রাজনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২০ শয্যার এবং কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে ২০ শয্যার কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টার চালু করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ ধর্মনগরে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে চিকিৎসার সাথে যুক্ত এবং জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা সভায় একথা জানান। সভায় মুখ্যমন্ত্রী পানিসাগর কোভিড কেয়ার সেন্টার সহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কোভিড চিকিৎসায় যাবতীয় ব্যবস্থাপনা এবং হাসপাতালের অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

সভায় জেলায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলা সহ চিকিৎসা পরিষেবায় যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী খোঁজখবর নেন। পানিসাগরের ২টি কোভিড কেয়ার সেন্টারের কি পরিকাঠামো রয়েছে সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী খোঁজখবর নেন এবং যে পরিকাঠামো রয়েছে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে বলেন। ২টি কোভিড কেয়ার সেন্টারে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকদের কমপক্ষে দুবার রাউন্ড দিতে বলেন। তিনি কোভিড কেয়ার সেন্টারে থাকা রোগীগণ সঠিক সময়ে ও সঠিক ভাবে খাবার পাচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে আধিকারিকদের নজরদারী রাখতে ও কোভিড কেয়ার সেন্টারে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা আরও বাড়াতে নির্দেশ দেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টার চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলার হোম আইসোলেশানে থাকা পজিটিভ রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা সহ তাদের প্রতিদিন খোঁজ খবর রাখতে জেলাশাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়ে কল সেন্টার চালু হবে। কল সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে। কল সেন্টারে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত কর্মী থাকবেন যাতে হোম আইসোলেশনে থাকা মানুষ ভালো পরিষেবা পেতে পারেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী হোম আইসোলেশনে থাকা পরিবারের জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বরাদ্দকৃত ১ হাজার ৫০০ টাকা অথবা সমপরিমাণ টাকার খাদ্য সামগ্রী দ্রুততার সাথে পৌঁছে দিতে জেলাশাসককে নির্দেশ দেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যারা রাজ্যে হোম আইসোলেশনে থাকা পজিটিভ মানুষের পরিষেবা, হাসপাতাল, কোভিড কেয়ার সেন্টার, কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টার শয্যা, অক্সিজেনের সুযোগ সুবিধা করোনা আক্রান্তদের নিকট ভালোভাবে সঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে কিনা এজন্য পদস্থ আধিকারিকদের মাধ্যমে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

*****২য় পাতায়

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় আরও বেশি করে টেস্ট করতে হবে। হোম আইসোলেশনে থাকা মানুষ যেন বাড়ির বাইরে না যান সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নজর রাখতে হবে।

সভায় ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণে জেলা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। জেলাশাসক ও সমাহর্তা রাভাল হেমেন্দ্র কুমার কোভিড-১৯ শুরু থেকে এখন পর্যন্ত জেলার চিত্র ও প্রশাসনের কাজকর্মের বিভিন্ন দিক সভায় তুলে ধরেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিষ দেববর্মা বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে উত্তর জেলার জন্য অক্সিমিটার প্রদান সহ সমস্ত রকম সহায়তা করা হবে। সভায় উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, উত্তর জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা নাগেশ কুমার বি, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অরুনাভ চক্রবর্তী, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা, মহকুমা শাসক, স্বাস্থ্য দপ্তরের কাঞ্চনপুর, পানিসাগর মহকুমার এস ডি এম ও-গণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জেলার সার্বিক চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের-এর মাধ্যমে তুলে ধরেন ডা. শুভাশিষ রায়। এদিন সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পানিসাগরের রিজিওন্যাল কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনের ইনডোর হলের কোভিড কেয়ার সেন্টারটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক, পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক এল ডার্লং প্রমুখ।

*****